তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
NOV. 27 2002

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে নৈরাজ্য দূর করতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণে কি ধরনের অনিয়ম ও নৈরাজ্য চলে আসছে, তার একটা চিত্র পাওয়া গেল এ সংক্রান্ত পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট থেকে। জাতীয় সংসদের সদ্য সমাপ্ত চতুর্থ অধিবেশনে এ রিপোর্ট উত্থাপন করা হয়েছে। রিপোর্টে ১১টি অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবাই এ থেকে শিক্ষা নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

পারফরমেন্স অডিট রিপোর্টে যেসব অনিয়ম ও অব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস পরিবর্তনে অব্যবস্থাপনা, যা মুদ্রণ ও প্রকাশনায় প্রভাব ফেলে, যথোপযুক্ত টেন্ডার ব্যবস্থাপনার অভাব, মুদ্রণের কার্যাদেশ সময়মতো না দেয়া, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংখ্যার ওপর বোর্ডের নিয়ন্ত্রণের অভাব, মুদ্রণ ও সরবরাহের মনিটরিং ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং ব্যবস্থার অভাব। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০১ সালের জুন মাস পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে এ নিরীক্ষামূলক রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা ও কার্যকর পদক্ষেপের সুপারিশও করা হয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরেই পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণে চরম অব্যবস্থা বহুল আলোচিত বিষয় হয়ে আছে। সময়মতো পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে না পৌছানোটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছরই পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ ধরনের সঙ্কট নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম বা তদারকি ব্যবস্থা ছিল না বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি একটি নমুনা পাওয়া গেল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্য থেকে। 'নিয়ম ভঙ্গ করে বিনা টেন্ডারে ব্র্যাককে পাঠ্যপুস্তক ছাপার অনুমতিদানের ঘটনায়' বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে বলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তদন্ত করার নির্দেশ দেন। অথচ ব্র্যাকের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলগুলোর জন্য সময়মতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্র্যাক নিজেদের স্কুলে ব্যবহার করার জন্য রয়্যালটি পরিশোধ করেই নির্দিষ্ট সংখ্যক বই ছাপানোর অনুমতি নিয়েছে। তাদের ছাপানো কোন বই বাজারে বিক্রি করা হবে না। বিভিন্ন স্কুলে সময়মতো যে বই পৌছে না এবং এনজিওগুলো তাদের স্কুলগুলোর জন্য নগদ টাকা দিয়েও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কাছ থেকে বই কিনতে পারে না, তা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানতেন না। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কি অবস্থায় আছে, ব্র্যাকের ঘটনা তার প্রমাণ। ব্র্যাকের কাছে পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করতে পারলে টেক্সটবুক বোর্ড বেশ অর্থ উপার্জন করতে পারত। বর্তমানে রয়্যালটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

প্রতিটি স্কুলের শিক্ষাদান একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়; কিন্তু পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের বিভিন্ন ধাপের জন্য কোন নির্ধারিত সময়সীমা না থাকায় টেন্ডার আহ্বান ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দেরি হওয়ায় যথাসময়ে কার্যাদেশ দেয়া যায় না। ফলে প্রতি বছরই বই মুদ্রণ ও প্রাপ্তিতে দেরি হয় বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। এদেশে প্রায় সব ব্যাপারেই ১৮ মাসে বছর। পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর ব্যাপারে তা হওয়ার ফলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই ছাত্রছাত্রীরা স্কুল শুরু করে। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিশেষ করে খোদ প্রধানমন্ত্রী যখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো পাঠ্যবই তুলে দিতে হলে তার মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট বর্ণিত সুপারিশ দিয়ে কাজটা শুরু করা যেতে পারে।